১৮. বাবুই পাখিরে ডাকি

রজনীকান্ত সেন

ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে শিখবে যে, স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আনন্দই আলাদা। কবিতাটির মূল বিষয়টি বুঝে তারা এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারবে এবং প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

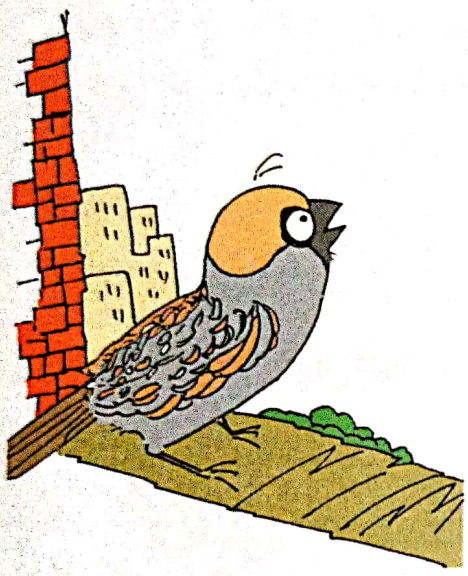

বাবুই পাখিরে ডাকি' বলিছে চড়াই—
'কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই,
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা 'পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।'
বাবুই হাসিয়া কহে, 'সন্দেহ কি তায়?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়,
পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও বাসা
নিজহাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।'

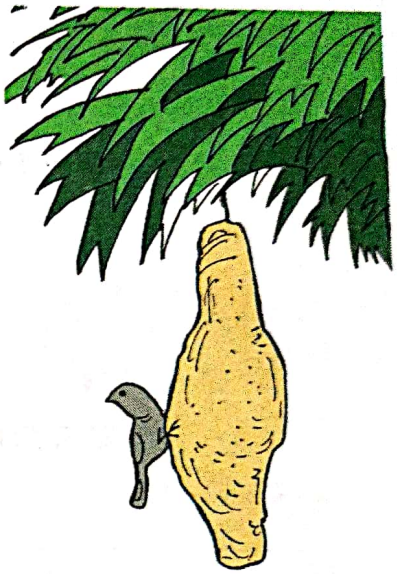

ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করুন যে, তারা কোনো দিন পাখির বাসা দেখেছে কি? তাদেরকে বিভিন্ন পাখির বাসার ছবি দেখাতে পারেন।

জেনে রাখ

সংক্ষেপে/কবির কথা: রজনীকান্ত সেন। জন্ম বাংলাদেশের পাবনা জেলার ভাঙাবাড়ি গ্রামে, ১৮৬৫ সালের ২৬ জুলাই। নিজে গান রচনা করে গাইতে পারতেন। তাঁর গান ও কবিতার বিষয় দেশপ্রীতি ও ভক্তি। বেশ কিছু হাসির গানও লিখেছেন। তাঁর লেখা কয়েকটি গ্রন্থ: বাণী, অমৃত, কল্যাণী, অভয়া, আনন্দময়ী, শেষদান ইত্যাদি। ১৯১০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। এই কবিতাটি তাঁর বাণী নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে/কবিতার কথা: বাবুই পাখি গাছে বাসা বানিয়ে তাতে বাস করে। চড়ুই পাখি থাকে দালানের আনাচে কানাচে বা ঘুলঘুলিতে বাসা বেঁধে। গাছের ওপর বাসা, তাই ঝড়-জল-রোদে বাবুই পাখিকে কষ্ট পেতে হয়। চড়াই পাখির সে ঝামেলা নেই। ঝড়বৃষ্টির সময় পাকা বাড়ির নিরাপদ বাসায় আশ্রয় নিলেই হল। বাবুই পাখিকে ডেকে চড়াই এই কথাটাই মনে করিয়ে দিয়ে বলছে, বাবুই তার সুন্দর বাসাটি নিয়ে যতই গর্ব করুক, ওই বাসায় থেকে সুখ নেই। তার চেয়ে বরং পাকা বাড়িতে তার মতো থাকাই ভালো। ঝড়জলে কষ্ট পেতে হয় না। এই কথা শুনে, বাবুই বলল, চড়াই যা বলছে তা ঠিকই, তবে, পরের বাসায় আরাম করে থাকার চাইতে নিজের বাসায় কষ্ট করে থাকা অনেক ভালো।

Scanned with Cam

চড়াই

চড়াই বা চড়ুই পাখি আমাদের এত চেনা যে সকাল বিকেল সন্ধে সবসময়ই দেখাসাক্ষাৎ হয়। লম্বায় ইঞ্চি ছ'য়েক। গায়ের রঙ ধূসর-বাদামি-পাটকিলে মেশানো। দুনিয়ার প্রায় সবজায়গায় চড়াই পাখি দেখা যায়। সবরকমের শস্য, পোকামাকড়, ফুলের মধু, ছোটো ফলপাকুড়, রান্নাঘরের ফেলে দেওয়া আবর্জনা থেকে টুকিটাকি— সবকিছুই ওদের খাদ্য। চড়াই মানুষের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসে। দালানের আনাচে-কানাচে, ফাটলে বাসা বানায়। মনে আনন্দ হলে চড়াই গান গায়। গানের গলা নেই, তবু গায়। 'চর্‌বর্‌ চ র্‌ ব র্‌ চিক...চিরপ্‌ চিরপ্‌ চিসিক্‌...।' শুনেছ বোধ হয়।

বাবুই

বাবুই-ও চড়াইয়ের মতো ছোটো পাখি। গায়ের রঙ কালচে, পাটকিলে, সোনালি-হলুদ, মেশানো। ভারতের সব জায়গায় বাবুই আছে। প্রধান খাদ্য নানারকম শস্য। স্যাঁতসেতে জলাজমির ধারে বাবলা, তালগাছ, সুপারি গাছ, নারকেল গাছে বাবুই বাসা বাঁধে। ঘাসের শিষ, ধান, খেজুর, তাল, নারকেল, সুপারি, আখ, কলাগাছ, ভুট্টার পাতার সরু সরু ফালি করে নিয়ে বাসা বানায়। বাসা বানানোর সময় পুরুষ-বাবুই দিনে বারো-তেরো ঘণ্টা খাটে। মাঝে মাঝে একটু জিরিয়ে নেয় অবশ্য। পাঁচ-ছয় দিনে বাসা তৈরি শেষ হয়। স্ত্রী বাবুই বাসা বুনতে পারে না।

শব্দের অর্থ

ডাকি—ডেকে
বলিছে—বলছে
শিল্প—নিপুণভাবে কোনোকিছু তৈরি করা
বড়াই—গর্ব
মহাসুখে—অতিশয় সুখে
অট্টালিকা—ইটের তৈরি বড়ো বাড়ি, দালান
তায়—তাতে
খাসা—চমৎকার

বাক্যের ব্যাখ্যা

'কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই'— চড়াই বলছে, পাতার তৈরি কুঁড়ে ঘরে থেকে নিজেকে খুব বড়ো একজ শিল্পী মনে করে গর্ব করা বাবুইয়ের উচিত নয়। কিন্তু চড়াই যা-ই বলুক, শুধুমাত্র ঠোঁট দিয়ে বাবুই এমন চমৎকার বাসা বোনে যে দেখে তাজ্জব হতে হয়। এই বাসা নিয়ে বাবুই গর্ব করতেই পারে।

মানুষ হাত দিয়ে যখন কিছু বোনে বা সেলাই করে তখন তাকে বলে হস্তশিল্প। বাবুই পাখি হাত নেই, কেবল দুটি ঠোঁট সম্বল। কিন্তু কাজটা সেই একই। পাখির ঠোঁটের ভালো বাংলা চঞ্চু। তাই বাবুইয়ের বাসাকে চঞ্চুশিল্প বললে কেমন হয়?

'পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও বাসা'— পাকা বাড়ি হলেও তা পরের বাড়ি। পরের বাড়িতে আরাম করে থাকতে পারলেও মনে সুখ পাওয়া যায় না।

'নিজহাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।'— নিজের তৈরি বাসাতে কষ্ট করে থাকলেও মনে সুখ পাওয়া যায়। তাই কাঁচা ঘরই বাবুইয়ের কাছে চমৎকার।

Scanned with Cam

মনে রাখ

এই কবিতায় কথা বলেছে দুটি পাখি। তাদের মুখ দিয়ে কবি বলতে চাইছেন 'পরনির্ভর' ও 'আত্মনির্ভর'— এই দু'রকম মানুষের কথা। কেউ কেউ পরের আশ্রয়ে থেকে ভুরিভোজন করে, নরম বিছানায় শুয়ে মনে করে মহাসুখে আছে। এরা হল পরগাছার মতো। পরগাছা জান তো? যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় না করে ওপরে উঠতে পারে না। যেমন, স্বর্ণলতা। ধরো, বেশ বড়োসড়ো একটি গাছ বেয়ে লতাটি উঠেছে। আরামেই আছে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ঝক্কি নেই। কিন্তু ঝড়ে যদি কোনোদিন গাছটি ভেঙে পড়ে তাহলে লতাটিও মাটিতে লুটোবে। পরের উপর নির্ভরশীল মানুষের এরকম হয়। কবিতার চড়াই পাখি এরাই।

আর একদল লোক আছে যারা আত্মনির্ভর থাকতে চায়। নিজের চেষ্টায় যতটুকু করতে পারে তাই নিয়েই তুষ্ট থাকে। পরের দয়ায় 'মহাসুখে' থাকার চেয়ে সাবলম্বী হয়ে কষ্টস্বীকার করতেও এরা পেছপা হয় না। ঝড়ঝঞ্ঝায় কষ্ট পেলেও এরা শেষ অবধি টিকে থাকে। স্বর্ণলতার মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না।

আর, চড়াই যাকে 'মহাসুখ' বলছে সে তো সত্যিকার সুখ নয়। তাকে বলা যায় আরাম। আরাম হল শরীরের ব্যাপার। আর, সুখ নির্ভর করে মনের ওপর। মনে যার সুখ আছে সে-ই প্রকৃত সুখী। যারা স্বাবলম্বী তারা এই সুখ পায়, পরনির্ভররা পায় না।

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বল:

ক) কবিতাটি কার লেখা?

খ) বাবুই পাখি কোথায় বাসা বাঁধে?

গ) চড়াই পাখি কোথায় থাকতে ভালোবাসে?

ঘ) বাবুই ও চড়াইয়ের মধ্যে কার বাসা দেখতে সুন্দর?

ঙ) এই কবিতায় চড়াই আর বাবুইয়ের মধ্যে তোমার কাকে পছন্দ? কেন?

২. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন:

ক) 'কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই'— 'কুঁড়ে ঘরে' কে থাকে? 'শিল্পের বড়াই' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

খ) 'তুমি কত কষ্ট পাও, রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।'— বক্তা কে? কে কষ্ট পায়? কষ্টের কারণগুলি কী কী?

গ) 'আমি থাকি মহাসুখে'— বক্তা কে? সে কোথায় থাকে? 'মহাসুখে' থাকা বলতে সে কী বোঝাতে চাইছে?

ঘ) 'সন্দেহ কি তায়'— কে বলছে? কাকে বলছে? কীসের 'সন্দেহ' নেই?

ঙ) 'নিজহাতে গড়া মোর—' বক্তা কে? 'নিজহাতে' সে কী গড়েছে? সেটা কীরকম?

৩. বোধমূলক প্রশ্ন:

ক) বাবুই পাখি ও চড়াই পাখির কথোপকথন নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখ।

খ) কোনটা ঠিক? পাশে ✓ চিহ্ন দিয়ে দেখাও

শিল্পের বড়াই করে কে? বাবুই না চড়াই?

Scanned with Cam

রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে কষ্ট পায় কে? চড়াই না বাবুই?

মহাসুখে অট্টালিকায় থাকে কে? বাবুই না চড়াই?

কষ্ট সয়েও নিজের বাসায় থাকে কে? চড়াই না বাবুই?

পরের বাসায় আরামে থাকে কে? বাবুই না চড়াই?

৪. দক্ষতামূলক প্রশ্ন:

ক) জায়গামতো যতিচিহ্ন বসিয়ে কবিতাটি মুখস্থ লেখ।

খ) এই কবিতাটি পড়ে কী শিখলে? অল্পকথায় লেখ।

গ) অর্থ বুঝিয়ে লেখ:

'কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই,'

'কষ্ট পাই তবু থাকি নিজের বাসায়,'

'পাকা হোক তবু ভাই পরের ও বাসা'

'নিজহাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা'

ব্যাকরণ

ক) বিপরীত অর্থের শব্দ লেখ: মহাসুখ নিজের পাকা গড়া ভাই

খ) কবিতা থেকে শব্দ বেছে নিয়ে এক কথায় লেখ:

পাতার ছাউনি দেওয়া ঘর যা নিজের নয় ইটের তৈরি পাকা বাড়ি

অতি চমৎকার গর্ব প্রকাশ করা

গ) গদ্য করে লেখ: কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা 'পরে

তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা

একটি পাখি আছে, যে নিজের বাসা বাঁধে না। কাকের বাসায় এসে ডিম পেড়ে যায়। সেটি কোন পাখি তা খুঁজে বার করো।

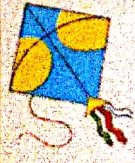

ধরো স্কুল থেকে বলা হয়েছে যে বাড়ি থেকে তোমাদের একটি ছবি এঁকে আনতে হবে। যার ছবি সবচেয়ে সুন্দর হবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে। তুমি ছবি আঁকতে পারো না। কী করবে?

ক) বাড়িতে মা অথবা বাবাকে অনুরোধ করবে তোমায় একটি ছবি এঁকে দেওয়ার জন্য।

খ) কাজটি না করেই স্কুলে যাবে।

গ) নিজে যা পারো তা-ই আঁকবে।

Scanned with Cam